'জাতি, লিঙ্গ ও সংখ্যালঘুদের কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কিছু সমসাময়িক বিষয়ের অন্বেষণ', আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা, ৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর, ২০১৯।

আহবায়কঃ

ডঃ সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা।

জাকির হোসেন, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

সৌমিত্র দস্তিদার,স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা।

ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সম্মেলন কার্যকরী হবে।

বিষয়ের সামগ্রিক পরিচয়ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে জাতি কেন্দ্রিক বৃত্তির প্রতি গবেষকদের কৌতূহল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার কাজের মধ্যে দিয়ে বাংলার জাতিকেন্দ্রিক বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়। সেই সময় থেকেই জাতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন পথে বিস্তারিত করা হয়েছে- কখনো দেশভাগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে প্রশ্নের মাধমে, কখনো উদবাস্তু সমস্যার মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও বা "বাঙালি মধ্যবিত্ত" বলতে কী বোঝায় সেই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

জয়া চ্যাটার্জি ও রমলা সান্যালের উদবাস্তু বিষয়ক গবেষণা যদিও জাতির বিষয়ে সেইভাবে আলোকপাত করেনি, তা সত্ত্বেও তাঁরা উদবাস্তুদের সক্রিয় ভূমিকার মধ্যে দিয়ে, কীভাবে তারা বিভিন্ন সমস্যার শিকার হচ্ছে সেই বিষয়কে তুলে ধরেছেন। এই কাজের মাধ্যমে তারা পশ্চিমবঙ্গে উদবাস্তু ও সাম্প্রদায়িক ব্যাক্তিত্বের পার্থক্যকে সামনে আনতে সফল হয়েছেন। বাংলায় যে নতুন জাতিভিত্তিক বৃত্তির সূচনা হয়েছে তা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াকে বোঝবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। এই বৃত্তির কেন্দ্রবিন্দুর একটি অংশ হল অবিভক্ত বাংলা। জাতি ও সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রশ্নগুলির সমসাময়িক ব্যাখ্যার জন্য, তাকে বিস্তারিতভাবে তালিকাবদ্ধ করবার প্রয়োজন। যদি দেশভাগ জাতিভেদের সমস্যার সমাধান ছিল তবে পশ্চিমবাংলায় তা কী যথেষ্ট ভাবে সফল হয়েছে? দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশের জাতিভেদ প্রথার কী অবস্থার কী পরিণতি? সমসাময়িক বাংলাদেশে জাতির প্রসঙ্গ কতটা প্রাসঙ্গিক? পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে জাতির বৈশিষ্টগুলি কী কী? এসব অঞ্চলে জাতি ও সংখ্যালঘু কীভাবে নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করে থাকে? এই ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বলতে শুধু ধর্মীয় বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুই নয় বরং ভাষা ও যৌন-পরিচয়ের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের কথাও বলা যায়। লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে এই ধরণের তারতম্যের গতিবিদ্যাকে বুঝতে ও জটিল করতে সক্ষম হয়? প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাগুলি যা এই অঞ্চলের দীর্ঘতম ও সমসাময়িক ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করা সম্ভব হবে না যদি এই জাতি, লিঙ্গ আর সংখ্যালঘু বিষয়ক পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত না করা হয়। এই বিষয়গুলি কীভাবে এই অঞ্চলের মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে প্রাসঙ্গিক? দলিত এবং কিছু বহির্ভূত বাংলাদেশী গোষ্ঠীর বিষয়ে কিছু সাম্প্রতিক সংকলন এই বিষয়গুলিকে তুলে এনেছে। এই বিষয়ে যে সকল প্রশ্নগুলো করা যায় তা হলঃ

কীভাবে লিঙ্গভিত্তিক, জাতিভিত্তিক ও সংখ্যাভীরু- সংখ্যালঘু শ্রেণীবিন্যাস মানুষের জীবন, আকাঙ্খা, ও সীমাবদ্ধতাকে পর্যালোচনা করেছে। এই বিষয়গুলি কী কী ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে? এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া কী? কীভাবে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এই ধরণের শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে তৈরি ও

পরিকাঠামোবদ্ধ হয়েছে। এই বিষয়ে যদিও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বেশ জটিল তার কারণ বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অথচ পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একটি রাজ্য মাত্র। এছারাও এই অঞ্চলে কীধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে?

এই সম্মেলনের প্রধাণ অভিপ্রায় হলো পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে জাতি, লিঙ্গ, ও সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটগুলিকে অন্বেষণ করা। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে দুই বাংলাকে অন্বেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ বাংলাদেশে যে সংখ্যালঘু সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই ধরণের অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য একটি তত্ত্বের উপস্থাপন করা যা এই অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে জাতি, লিঙ্গ ও সংখ্যালঘু বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরং সুসংবদ্ধ বিষয় হিসাবে পরিচিতি দেবে।

এই বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠের জন্য গবেষক ও সমাজকর্মীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। ৩০০ শব্দের একটি সারাংশ ও লেখকের / গবেষকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্রসমেত এই ইমেল আইডিতে পাঠানো যাবে- sxc.conf2019@gmail.com

উল্লেখযোগ্য সময়সূচিঃ

সারাংশ জমা দেবার শেষ তারিখ- ৩১শে জুলাই, ২০১৯

নির্বাচিত প্রবন্ধতালিকা প্রকাশ - ১২ই অগাস্ট, ২০১৯

সম্পূর্ণ বিষয়টি (মূল প্রবন্ধ) জমা দেবার শেষ তারিখ- ১লা অক্টোবর, ২০১৯

নথিভুক্তকরণের মূল্যঃ

আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের জন্য- ১৫০০/- (ভারতীয় মুদ্রায়)

ভারতীয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য - ১০০০/- (ভারতীয় মুদ্রায়)

ছাত্র- ছাত্রী অংশগ্রহণকারীদের জন্য- ৫০০/- (ভারতীয় মুদ্রায়)

সম্মেলনে যোগদানের জন্য নথিভুক্তকরণ আবশ্যক।

নথিভুক্তকরণের অন্তর্গত- সম্মেলনের পুস্তিকা, সম্মেলন চলাকালীন তিন দিন জলখাবার ও মধ্যাহ্নভোজ, এবং সম্মেলনে যোগদানের শংসাপত্র।

দূর-দূরান্ত থেকে যাঁরা আসবেন তাদের যাতায়াত ভাতা এবং রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।